“মা আসছেন”

শঙ্খদীপ মাহাতো

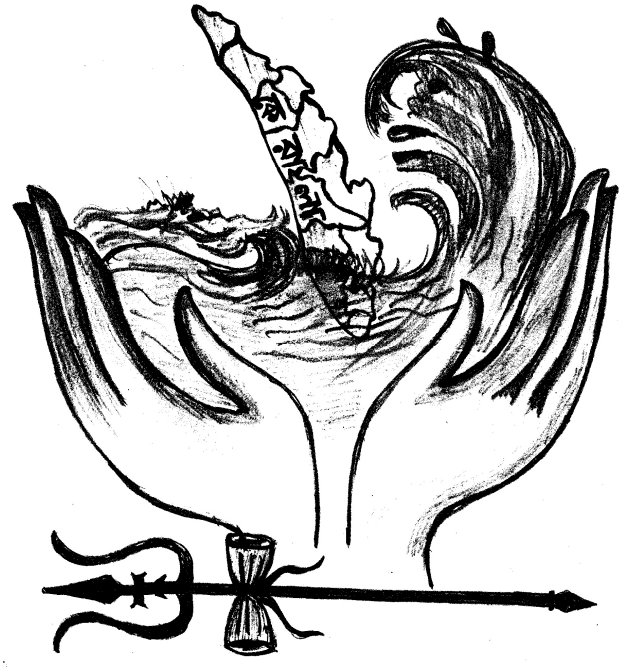

রোজকার মতন বাড়ি ফিরছি। সারাদিন অফিসে কাজ করার পর এক ঘোরের মধ্যে চলে যেতে হয়; কিছুটা বাধ্য হয়েই। আর কি! সময়কে দোষারোপ করা শুরু করি।
একবার ..... দুইবার ..... বারবার। আসলে সত্যি বলে সত্যিই যে কিছু নেই।

ব্রিজের উপর গাড়ি থামালাম। আজ কিছুটা সময় নিজেকে ফিরে পেতে মন চাইছে। কিন্তু, চোখের সামনে ভেসে উঠছে রূঢ় বাস্তব। ব্রিজের তলায়, সাইডে কিছু বাড়িঘর রয়েছে। ব্রিজের উচ্চতাও খুব একটা বেশি নয়। বস্তি এলাকা। কয়েকজন বাচ্চাকাচ্চা দেখি আনন্দের সাথে খেলা করছে। আমি ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। শোনার আর বোঝার চেষ্টা করলাম। দেখি যে, একজন বলছে, আমি মহিষাসুর হবো, কারণ, সে নাকি খুবই শক্তিশালী। আরেকজন বলছে আমি গনেশ হবো, কারণ, সে নাকি খুব বুদ্ধিমান।

আমি খুব অবাক হয়ে তাদের অস্পষ্ট কথাগুলো শুনছিলাম। হঠাৎ করে, কে জানি ডাকছে মনে হলো। পেছন ফিরে দেখি, একটি বাচ্চা মেয়ে আমায় বলছে,

- দাদা, কাশফুল নেবে? তিনটের দাম ৫ টাকা মাত্র।

নেবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু, কি জানি মনে হলো নিয়ে ফেললাম। বাচ্চা মেয়েটি চলে গেলো। কিন্তু, এক অদৃশ্য ভালোলাগা ছেড়ে গেলো। হাওয়াতে কাশফুল দোলা আরম্ভ করলো। আর, শ্বেতশুভ্র কাশফুলকে পালক ভেবে, সেটির উপর বসে মেঘের মুলুকে যেতে চাওয়াটা এক আবদারই বটে। আমার সমস্ত খারাপ লাগা দূরে সরে গেলো। এখন মনে হচ্ছে, বাচ্চা মেয়েটি যেনো সাক্ষাৎ দেবী দুর্গার রূপ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলো। আমার সমস্ত খারাপ লাগাগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। শরতের এই মনোরম বিকেল যেনো আভাস দিচ্ছে, মা আসছেন। সাথে নিয়ে আসছেন, একগুচ্ছ ভালোবাসা আর খুশির ফোয়ারা।